গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা
www.moef.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	জনাব জিয়াউল হাসান এনডিসি সচিব পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	২৫-১১-২০২০
সময়	:	১০:০০ ঘটিকা
স্থান	:	জুম অ্যাপের মাধ্যমে ভার্চুয়াল উপস্থিতি
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্য বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(১) বনভূমি রক্ষাকল্পে করাতকল স্থাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে	(ক) অবৈধ করাতকলের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে। বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, অবৈধ করাতকলের বিরুদ্ধে অক্টোবর, ২০২০ মাসে ১৪ (চৌদ্দ)টি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনায় সাতটি অবৈধ করাত কল বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া কয়েকটি জেলায় সহকারী বন সংরক্ষক স্বল্পতার কারণে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। যে সকল জেলায় বিগত ০৩ (তিন) মাসে অভিযান পরিচালনা করা হয়নি সে সকল জেলার (২৮টি জেলা) তালিকা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	ক) অবৈধ করাতকলের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। যে সকল জেলায় বিগত ০৩ (তিন) মাসে অভিযান পরিচালনা করা হয়নি সে সকল জেলায় অভিযান পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
	(খ) মন্ত্রণালয় প্রেরিত ছক মোতাবেক জেলা ভিত্তিক বৈধ ও অবৈধ করাতকলের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অবৈধ করাতকল উচ্ছেদের বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	খ) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগযোগপূর্বক অবৈধ করাতকলের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
	(গ) বন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে অঞ্চল ভিত্তিক একজন করে মোট ১২ (বারো) জন ম্যাজিস্ট্রেট এর পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।	গ) বন অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে সদর দপ্তরে ০২ (দুই) জন এবং অঞ্চল ভিত্তিক একজন করে ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃজনের প্রস্তাব দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	
(২) উপকূলীয় এলাকা জুড়ে গ্রীণ বেল্ট তৈরি করতে হবে।	(ক) "বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন" শীর্ষক প্রকল্পটির আওতাধীন কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চলমান রয়েছে যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকি করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত অর্থছাড় ৪৬২.০০ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ৩৩৯.৪২১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।	ক) "বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি করতে হবে। বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী সঠিকভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।	উন্নয়ন অনুবিভাগ/প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর
(৩) জেগে ওঠা চর এবং ডুবোচরে মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী বনভূমি সৃজন করতে হবে।	(খ) অদ্যাবধি (১) বঙ্গোপসাগরে জেগে ওঠা নতুন চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন প্রকল্প (মেয়াদঃজুলাই-২০১৭ হতে ডিসেম্বর-২০২১	খ) নতুনভাবে বনায়নকৃত ভূমি যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে। বনায়নকৃত ভূমি দেশের মোট বনভূমির সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	